দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

24 MAY 1989
তারিখ
কলাম

বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেয়া হবে

উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে গতকাল এক

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী শিক্ষক

(১ম পাতার পর)

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উপ-প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদ ভবনস্থ অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গত ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ঘোষণা ও নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে নীতিগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আগামী ১লা জুলাই থেকে শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদান করা হবে।

আগামী ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেতন বাবদ প্রদত্ত সরকারী মঞ্জুরি মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ১লা জুলাই ১৯৮৯ হতে কার্যকর করা হবে।

আগামী ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নির্ধারিত সেট-আপ অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সরকারী স্কুল ও কলেজের সকল পর্যায়ের শূন্যপদসমূহ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য বিধি মোতাবেক দ্রুত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

জাতীয়করণকৃত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের ইফেক্টিভ সার্ভিস গণনা করে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ্য টাইম স্কেল প্রদানের বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সরকারী আদেশ জারি করা হবে।

জাতীয়করণকৃত স্কুল ও কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হবে এবং শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২৮০০-৪৪২৫ টাকায় উন্নীত করার প্রশ্নে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। এব্যাপারে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারি করা হবে।

সরকারী স্কুলের কামেল পাস ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর করে একটি অভিন্ন বেতন স্কেল প্রবর্তনের ব্যাপারে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারি করা হবে।

বৈঠকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ, সহ-সভাপতি শেখ আশানুল্লাহ, অধ্যাপক এ কে এম আলী রেজা, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসাইন খান, মোঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক আলী আকবর খান এবং অধ্যাপক আসাদুল হক উপস্থিত ছিলেন। খবর তথ্য বিবরণীর।